কলকাতা হাইকোর্টে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

বর্তমান বিচারপতিঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯-এর সি. আর. আর ১২৫১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

বনাম

সুদান চন্দ্র গোরাই এবং অন্যরা

আবেদনকারীদের জন্য ঃ শ্রী সুদীপ ঘোষ,

শ্রী সরয়তি দত্ত।

বিরোধী দল নং ১, ২ এবং ৩-এর জন্য ঃ শ্রী অরিত্র ভট্টাচার্য।

শুনানি শেষ হয়েছে ঃ ২০.১১.২০২৩

রায় হয়েছে ঃ ২৪.১১.২০২৩

<u>বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল)</u>ঃ

১) ২০১৩ সালের ৫০ নং ফৌজদারি সংশোধনীর ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার বিজ্ঞ দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত ০১/০২/২০১৯ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দ্বারা বর্তমান সংশোধনটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ২০১২ সালের ৩৫২ নং জি. আর মামলায় রঘুনাথপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১৫/০৩/২০১৩ তারিখের আদেশটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২) সংক্ষেপে বলা যায় যে, সুদান চন্দ্র গোরাই নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে, পারা পুলিশ স্টেশন, মামলা নং ৫৭/১২ আদালতের নির্দেশে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

৩) তদন্ত শেষ হওয়ার পর, চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি এফ. আর. এম. এফ নং ০২/১৩ জমা দেওয়া হয়।

৪) অভিযোগকারী একটি 'নারাজি' পিটিশন দায়ের করেন। ০৫.০২.২০১৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উপ-পুলিশ সুপার, ডিইবি, পুরুলিয়াকে মামলাটি পুনরায় তদন্ত করার এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পরে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। উক্ত আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে, উপ-পুলিশ সুপার, ডিইবি, পুরুলিয়া মামলার তদন্ত শুরু করেন।

৫) উপ-পুলিশ সুপার, ডিইবি, পুরুলিয়া তার তদন্তের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে, তথ্যদাতা ১৫.০৩.২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রঘুনাথপুরের কাছে আরেকটি আবেদন করেন, জিআর কেস নম্বর ৩৫২/১২, তদন্তের জন্য মামলাটি পশ্চিমবঙ্গের ফৌজদারি তদন্ত বিভাগে স্থানান্তর করার জন্য।

৬) ১৫.০৩.২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আদালত পুরুলিয়ার পুলিশ সুপারকে আরও তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সিআইডিতে কেস ডায়েরি পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

৭) ২০.১২.২০১৩-এ, পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি একটি ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা করেছিল, যা ছিল ফৌজদারি সংশোধন নং ৫০/২০১৩, পুরুলিয়ার বিজ্ঞ দায়রা বিচারকের সামনে, তিনি জি. আর. কেস নং ৩৫২/১২-এ পণ্ডিত অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রঘুনাথপুরের তারিখ ১৫.০৩.২০১৩-এর আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য এবং উপ-পুলিশ সুপার (ডিইবি) পুরুলিয়াকে এই মামলার তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৮) ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মামলা নং ৫০/১৩ রঘুনাথপুরের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক দ্বারা ০১.০২.২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যেখানে পণ্ডিত অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রঘুনাথপুর দ্বারা জারি করা ১৫.০৩.২০১৩ তারিখের আদেশটি জি. আর. মামলা নং ৩৫২/১২ নিশ্চিত করা হয়েছিল।

৯) তাই পুনর্বিবেচনার।

১০) আবেদনকারী/রাজ্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের সমর্থনে একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেছে।

১১) রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীযুক্ত সুদীপ ঘোষ চন্দ্র বাবু ওরফে মোসেস বনাম রাজ্য, পুলিশের পরিদর্শকের মাধ্যমে এবং অন্যরা, (২০১৫) ৮ এস. সি. সি ৭৭৪, মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে আদালত রায় দিয়েছেঃ-

> "২০) আমরা এই উপসংহারটি তীব্রভাবে পুনরুত্পাদন করেছি কারণ আমরা মনে করি যে, উচ্চ আদালত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। ঘটনাগত দিকনির্দেশের আলোকে এটিকে বোঝাতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা যেমন বুঝতে পারি, আদেশটি উপস্থাপন করে যে, প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৃতপক্ষে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অন্য একটি সংস্থা বেছে নিয়েছিলেন, তাই তিনি "পুনর্বিবেচনা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। বিনয় ত্যাগী [(২০১৩) ৫ এসসিসি ৭৬২: (২০১৩) ৪ এসসিসি (সিআরআই) ৫৫৭]-এ বলা হয়েছেঃ (এসসিসি পৃ ৭৯১, অনুচ্ছেদ ৪১)

"**৪১**) ... ম্যাজিস্ট্রেটের 'আরও তদন্ত' নির্দেশ করার ক্ষমতা একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা যা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নিরপেক্ষ, যথাযথ এবং প্রশ্নাতীত তদন্ত প্রদান করা তদন্তকারী সংস্থার বাধ্যবাধকতা এবং আদালতকে তার তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতায় এটি নিশ্চিত করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট বা তার নিজস্ব সম্মতিতে পুলিশ সহ আদালতের আদেশের অধীনে পরিচালিত আরও তদন্ত এবং বৈধ কারণে, একটি সম্পূরক প্রতিবেদন দাখিলের দিকে পরিচালিত করবে। এই ধরনের সম্পূরক প্রতিবেদন প্রাথমিক প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে মোকাবিলা করা হবে। এই বিষয়টি থেকে স্পষ্ট যে ১৭৩ (৩) থেকে ১৭৩ (৬) ধারার বিধানগুলি কোডের ১৭৩ (৮) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২১) উক্ত মামলায় প্রশ্ন ওঠে, ম্যাজিস্ট্রেট পুনর্নিরীক্ষণের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন কি না। আদালত, উক্ত বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় রায় দিয়েছে যেঃ (বিনয় ত্যাগী মামলা [((২০১৩) ৫ এসসিসি ৭৬২: (২০১৩) ৪ এসসিসি (সিআরআই) ৫৫৭], এসসিসি পৃষ্ঠা ৭৯১, অনুচ্ছেদ ৪৩)

৪৩) এই পর্যায়ে, আমরা ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের আরেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত অনুশাসনও বলতে পারি যে, কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে বা এমনকি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চতর আদালতগুলির 'আরও তদন্ত', 'নতুন' বা 'নতুন' এবং এমনকি 'পুনর্বিবেচনা' নির্দেশ করার এক্তিয়ার রয়েছে। 'নতুন', 'নতুন' এবং 'পুনর্বিবেচনা' সমার্থক অভিব্যক্তি এবং তাদের ফলাফল আইনে একই হবে। উচ্চতর আদালতগুলি এমনকি তদন্তকে এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় স্থানান্তর করার ক্ষমতাও ন্যস্ত করে, যদি ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি এই ধরনের পদক্ষেপের দাবি করে। অবশ্যই, এটি একটি স্থির নীতি যে এই ক্ষমতাটি উচ্চতর আদালতগুলিকে খুব কম এবং খুব সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।"

এবং আবারঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭৯৪, অনুচ্ছেদ ৫১)

"৫১).... ম্যাজিস্ট্রেটের 'আরও তদন্তের' নির্দেশ দেওয়া উচিত কিনা তা আবার একটি বিষয় যা একটি প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বা উপযুক্ত এখতিয়ারের উচ্চতর আদালত একটি প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর 'আরও তদন্ত' বা 'পুনর্বিবেচনার' নির্দেশ দেবে। যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট কেবল আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন, সেখানে উচ্চতর এখতিয়ারের আদালত কোনও প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে আরও, পুনর্বিবেচনা বা এমনকি নতুন তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। এটি আদালতের নির্দিষ্ট আদেশ হবে যা তদন্তের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে।"

২২) আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে একমত। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছি, প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মূলত আরও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আদেশের উক্ত অংশটিতে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে একটি স্পষ্টবাদী অংশ, তিনি অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারতেন না কারণ এটি আরও তদন্তের ক্ষেত্রের মধ্যে থাকবে না এবং কোনও ক্ষেত্রেই, অন্য কোনও সংস্থার দ্বারা পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার তাঁর নেই। অতএব, আদেশের সেই অংশটি ল্যানসিনেট করার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হয় যে তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করেছিল সে আরও তদন্ত চালিয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে এই ধরনের তদন্ত করা হবে। আরও তদন্তের পর, প্রতিবেদনটি বিশিষ্ট প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দিতে হবে যিনি আইন অনুসারে এটি পরিচালনা করবেন। আমরা আরও যোগ করতে পারি যে আমরা মামলার কোনও বাস্তব দিক সম্পর্কিত কোনও মতামত প্রকাশ করিনি।"

১২) বর্তমান ক্ষেত্রে, আরও তদন্ত মুলতুবি থাকা সত্ত্বেও, ম্যাজিস্ট্রেট অন্য সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, যা স্পষ্টতই আইন/আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং এইভাবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাতিল করা আইন অনুসারে নয়।

১৩) ২০১৯ সালের সিআরআর ১২৫১ অনুমোদিত।

১৪) তদনুসারে, ২০১৩ সালের ৫০ নং ফৌজদারি সংশোধনীর সাথে সম্পর্কিত পুরুলিয়ার বিজ্ঞ দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত ০১.০২.২০১৯ তারিখের আদেশটি বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে ২০১২ সালের ৩৫২ নং জি. আর মামলায় রঘুনাথপুরের বিদ্বান অতিরিক্ত চিফ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১৫.০৩.২০১৩ তারিখের আদেশটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৫) চন্দ্র বাবু ওরফে মূসা বনাম রাজ্য পুলিশ ইন্সপেক্টর এর মাধ্যমে এবং অন্যরা (সুপ্রা), মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে তদন্তকারী সংস্থা বর্তমান মামলার তদন্ত করেছিল, সে আরও তদন্ত চালিয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে এই ধরনের তদন্ত করা হবে। আরও তদন্তের পরে, প্রতিবেদনটি বিজ্ঞ প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হবে, যিনি আইন অনুসারে একই কাজ করবেন।

১৬) খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৭) সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১৮) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি করা হবে।

১৯) এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

২০) এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত, প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly